গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮ – জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১ : রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি

সেকশন ২ : বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য ভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২; কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

উপক্রমণিকা (Preamble)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

এবং

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৮ সালের ----------------মাসের ---------------------------তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র :

(Overview of the Performance of the Department of Inspection for Factories and Establishments)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর তথ্য মতে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ ইকোনোমিক ইউনিটে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার কল্যাণ নিশ্চিত করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর দায়িত্ব। তৈরি পোষাক শিল্প সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরে সংঘটিত ছোট বড় কয়েকটি দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ শিল্পঘন ২৩টি জেলায় স্থাপিত উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর বাস্তবায়ন এবং ILO কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরদাতা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

<u>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:</u>

- কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-অধিদপ্তর এবং দেশী- বিদেশী অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে অধিদপ্তরে ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীতে কর্মরত মোট জনবল ৪৫১ জন, কর্মরত পরিদর্শকের সংখ্যা ৩১২ জন, তন্মধ্যে নারী পরিদর্শকের সংখ্যা ৬৫ জন।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫৪২৭ টি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮০১৩ টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ১৪৩৮ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ভিশন-২০২১ এর সাথে সংগতি রেখে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

পরিদর্শন কার্যক্রম, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এর অংশ হিসেবে Labor Inspection Management Application (LIMA) নামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে, যা গত ০৬ ই মার্চ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক চুন্নু শুভ উদ্বোধন করেন।

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় তথ্যসংবলিত সর্বসাধারণের প্রবেশযোগ্য একটি ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ৪৮০৮ টি আরএমজি কারখানার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সরকারের রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ খ্রি:-এ ২,২৭,৯৩,৫৪৬/- টাকা ২০১৪-২০১৫ খ্রি:- এ ২,৬০,১৩,৭৮২/- টাকা এবং ২০১৫-২০১৬, খ্রি- এ ৪,৪৫,৮৬,০০০/- টাকা ২০১৬-২০১৭ খ্রি- এ ৩,২৫,৮৬,০০০/- টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ৩,৮৮,৯৪,০০০/- টাকা লাইসেন্স ফি বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ১,৫৪৯ টি গার্মেন্টস কারখানা ভবনে স্ট্রাকচারাল ইন্টেগ্রিটি, ইলেক্ট্রিক্যাল সেইফটি, এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা নির্ধারন (Assessment) সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কারখানা পর্যবেক্ষণ করে বন্ধ করার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকার একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করেছে। ভবন নিরাপত্তা বিবেচনায় রিভিউপ্যানেলের আওতায় ৩৯ টি কারখানা সম্পূর্ণ এবং ৪৭ টি কারখানা আংশিক বন্ধ করা হয়েছে।

- জাতীয় উদ্যোগের আওতায় প্রয়োজনীয়তা নির্ধারনপূর্বক (Assessment) কারখানার সংস্কারের কাজ সম্পাদনের জন্য একটি Remediation Coordination Cell (RCC) গঠন করা হয়েছে। এই সেল কারখানা মালিকদের ভবন সংস্কারে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও ভবন সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে এবং কারখানার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।
- কর্মজীবী মায়েদের সন্তানকে দিবাকালীন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশব্যাপী ৪,২৯৩ টি দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে এবং পোশাক শিল্পকারখানা ও চিংড়িশিল্পে শিশু শ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে দেশে প্রথম বারের মত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ এ দিবসটি জাতীয়ভাবে পালন করা হচ্ছে।
- বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর আলোকে কারখানাগুলিতে সেইফটি কমিটি গঠনের জন্য কাজ করছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ (মে-২০১৮ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১,৮৬১ টি (আরএমজি এবং নন-আরএমজি) কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সমস্যা:

১। কর্মক্ষেত্র বিস্তৃতির তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল।

২। জেলা কার্যালয়ের সীমিত সংখ্যা ।

৩। বাংলাদেশ শ্রমআইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন সম্পর্কে পরিদর্শকদের যথাযথভাবে এবং উন্নততর প্রশিক্ষণের সুযোগের স্বল্পতা।

৪। কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব।

৫। শ্রম আইনের কিছু অংশের সংশোধন।

চ্যালেঞ্জসমূহ:

১। দেশের সকল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের তথ্যভান্ডার (Database) তৈরি।

২। দেশের সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শনের আওতায় আনা।

৩। দেশের সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণ।

৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত দূর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যধি নিরসনসহ শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৫। দেশের সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন ও পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা।

৬। শ্রম আইনের অধীনে শ্রম আদালতে রুজুকৃত মামলার ক্ষেত্রে টাকার অংকে জরিমানার পরিমাণ খুব কম হওয়ায় মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রম আদালতের মামলাকে গুরুত্বহীন মনে করা।

৭। শ্রম আইন-২০০৬ এর আলোকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সপ্তাহে ১$\frac{১}{২}$ দিন ছুটি বাস্তবায়ন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- দেশে বিদ্যমান ৮০ লক্ষ শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতায় আনয়নের উদ্দেশ্য দেশের সকল জেলায় পর্যায়ক্রমে জেলা কার্যালয় স্থাপন করা;
- সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উচ্চতর গবেষণা, পিপিই সার্টিফিকেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি একডেমি প্রতিষ্ঠা করা;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;এবং
- তৈরি পোষাক কারখানাসমূহে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- **২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:**

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার ;
- শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের পেশাগত সেইফটি স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন সম্পর্কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণ ;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অধিকসংখ্যক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন ;
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিস্পত্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
- শ্রম আইনের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম জোরদার; এবং
- শ্রম আইন-২০০৬ এর আলোকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সপ্তাহে ১$\frac{১}{২}$ দিন ছুটি বাস্তবায়ন করা।

সেকশন-১

অধিদপ্তরের রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং প্রধান কার্যাবলি (Functions)

১.১. রুপকল্প (Vision)

শোভন কর্মস্থল এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনসহ কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ <u>দপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:</u>

১. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ;
২. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন;
৩. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি।

১.৩.২ <u>আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:</u>

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
২. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন;
২. কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি;
৩. বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ;
৪. পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা;
৫. উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা;এবং
৬. কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান।

সেকশন ২

দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল / প্রভাব (Outcome/Impact)	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপন		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসমূহ (Source of Data)
			২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮*		২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত	সেফটি কমিটি গঠিত	সংখ্যা	৪৫৭	৭৫৩	১০০০	১৫০০	২০০০	প্রধান কার্যালয় ও ২৩ টি জেলা কার্যালয়	২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন
	ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত	সংখ্যা	১৯১	১৬৩	৫০০	৭০০	১০০০	প্রধান কার্যালয় ও ২৩ টি জেলা কার্যালয়	২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন
শ্রম আইনের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স প্রদান	লাইসেন্সপ্রাপ্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৮০১৩	১০৮৪৬	৭০০০	৮০০০	১০০০০	প্রধান কার্যালয় ও ২৩ টি জেলা কার্যালয়	২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন
ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন	ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	-	-	২	২	২	প্রধান কার্যালয় ও ২৩ টি জেলা কার্যালয়	২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন

*মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, সম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

(মোট নম্বর- ৭৫)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-২০১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২০২১
						২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ	১০	[১.১] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[১.১.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৬	৬৬	৭২	৭০	৬৩	৫৬	৪৯	৪২	৮০	৯০
[২] শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন	৬০	[২.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	[২.১.১] সেইফটি কমিটি গঠন	সংখ্যা	৬	৪৫৭	৭৫৩	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১২০০	১৫০০
			[২.১.২] কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১০	২৬৮৪	১২২৬	২০০০	১৯০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	২১০০	২২০০
		[২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[২.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৭	৩২৯২৪	৩২৬২৪	৩৫০০০	৩৪০০০	৩৩০০০	৩২০০০	৩১০০০	৩৫৫০০	৩৬০০০
			[২.২.২] কারখানা পরিদর্শনে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	৩	-	-	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৬০	৬৫
		[২.৩] উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা	[২.৩.১] পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	সংখ্যা	৮	৫৩৩	৬৯৮	৮০০	৭৫০	৭০০	৬৫০	৬০০	৮৫০	৯০০

		[২.৪] শ্রম আইন অনুযায়ী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	[২.৪.১] ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	৬	১৯১	১৬৩	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০	৭০০	১০০০
		[২.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[২.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৮	৮০১৩	১০৮৪৬	৭০০০	৬৩০০	৫৬০০	৪৯০০	৪২০০	৮০০০	১০০০
			[২.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৮	১০,৭৩২	১১,২৪২	১৮০০০	১৬২০০	১৪৪০০	১২৬০০	১০৮০০	২৫০০০	৩৫০০০
		[২.৬] শ্রম আইন সংক্রান্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা	[২.৫.২] দায়েরকৃত মামলা	সংখ্যা	৮	১১৩৫	১২১১	১১০০	১০৯০	১০৮০	১০৭০	১০৬০	১৩০০	১৪০০
[৩] দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি	৫	[৩.১] অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	[৩.১.১] প্রশিক্ষণ ঘন্টা	ঘন্টা	২.৫	২৪০	১১২	২৬০	২৩৪	২০৮	১৮২	১৫৬	৩০০	৩৫০
			[৩.১.২] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	২.৫	৬১৪	১৫২	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০	৬৫০	৭০০

*মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ,২০১৮-১৯

(মোট নম্বর- ২৫)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Stragetic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান- ২০১৮-২০১৯				
						অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতিমানের নিম্নে (Poor) ৬০%
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সঙ্গে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	০.৫	২০ জুন, ২০১৮	২১ জুন, ২০১৮	২৪ জুন, ২০১৮	-	-
		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৭ জানুয়ারি, ২০১৯	২০ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯	২২ জানুয়ারি, ২০১৯	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯
		মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সঙ্গে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে	ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	২৪ জানুয়ারি, ২০১৯	৩১ জানুয়ারি, ২০১৯	০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা *	১	৬০	-	-	-	-

কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	
			ই-ফাইলে পত্র নিষ্পত্তিকৃত **	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
			ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত ***	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১	১০ জানুয়ারি, ২০১৯	২৪ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ জানুয়ারি, ২০১৯	৩১ মার্চ, ২০১৯	৩০ এপ্রিল, ২০১৯
		দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্ত কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) সমূহের হালনাগাদকৃত ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৪ মার্চ,২০১৯
			ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	০৮ এপ্রিল, ২০১৯	২২ এপ্রিল, ২০১৯	০২ মে, ২০১৯	১৬ মে, ২০১৯	৩০ মে, ২০১৯
		সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চল[illegible] মান (poor) ৬০%
	৩		সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত	%	০.৫	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৯	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৪ মার্চ, ২০১৯
			অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	০৪ মার্চ, ২০১৯
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০

		অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	নিষ্পত্তিকৃত	তারিখ	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	[illegible]
		বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	[illegible]
		শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	নিয়োগ প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন ****	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
			জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	সকল অনলাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
			তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
		দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৮ অক্টোবর, ২০১৯	৩১ অক্টোবর, ২০১৯	১৫ নভেম্বর, ২০১৯	২৯ নভেম্বর, ২০১৯	০৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

* জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

*** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

**** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

আমি মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব ।

আমি, অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর প্রতিনিধি হিসাবে মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব ।

-- ------------------------------

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তারিখ

-- ------------------------------

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্র: নং	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
০১	ILO	International Labor Organization
০২	LIMA	Labor Inspection Management Application
০৩	RCC	Remediation Coordination Cell

সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১	[১.১] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[১.১.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যার ভিত্তিতে হার নির্ণয়	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	% কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
২	[২.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	[২.১.১] সেইফটি কমিটি গঠন	পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের ভিত্তিতে কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটির সংখ্যা নির্ধারণ		সংখ্যা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[২.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	পরিদর্শকগণের পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		সংখ্যা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[২.৩] উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা	[২.৩.১] পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পরিচালনা ও সভার সংখ্যা		সংখ্যা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[২.৪] শ্রম আইন অনুযায়ী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	[২.৪.১] ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের ভিত্তিতে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের সংখ্যা নির্ধারণ		সংখ্যা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[২.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[২.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রদানকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা		সংখ্যা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
		[২.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা		সংখ্যা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৩	[৩.১] অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	[৩.১.১] প্রশিক্ষণ ঘন্টা	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ		ঘন্টা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
		[৩.১.২] প্রশিক্ষণার্থী	প্রদানকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সংখ্যা; কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
১। বিভিন্ন কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান	শ্রম আইন অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	সেইফটি কমিটি গঠন ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধিবিধান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন।	বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও উদ্যোক্তাগণ আগ্রহী হলে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।	বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ব্যাহত হবে।
	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	প্রদানকৃত লাইসেন্স	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহন ও নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কারখানা লাইসেন্স গ্রহন ও নবায়নের জন্য আবেদন করলে অধিক সংখ্যক কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে।
	উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা	উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পরিচালনা ও সভার সংখ্যা	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সভায় অংশগ্রহণ	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সভায় অংশগ্রহণ করলে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধিবিধান সম্পর্কে জানতে পারবে ও তা বাস্তেবায়নে আগ্রহী হবে।	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে।
	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগ দাখিল	শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগ দাখিল করলে পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।	অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে না, ফলে শ্রম অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।